দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 02 JUL 2005
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

মাদ্রাসাগুলোকে স্কুল-কলেজ বানানোর ষড়যন্ত্র রুখতে হবে

মুহম্মদ ঈসা শাহেদী

বর্তমানে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড পরিচালিত মাদ্রাসাসমূহের পাঁচটি স্তর ইবতেদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল। পাঁচ বছর মেয়াদী ইবতেদায়ী স্তর প্রাইমারী স্কুল পর্যায়ের। ১০ বছর পর দাখিল এসএসসির সমমান সম্পন্ন এবং আরো দু'বছর পর আলিমের মান এইচএসসির সমান। দাখিল ও আলিম শেষে মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মতো সমান সুযোগ পায়। মাদ্রাসায় আলিমের দুই বছর পর ফাযিলে ডিগ্রী পর্যায়ের সিলেবাস পড়ানো হয় এবং আরো দুই বছর পর কামিলের পড়াশুনা অনেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স-এর সমপর্যায়ের। কিন্তু সরকারী ব্যবস্থাপনায় মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চতর স্তরের ফাযিল ও কামিলের পরীক্ষা নেয়া হলেও তার মান সরকারীভাবে স্বীকার করা হয় না। ফলে দাখিল ও আলিম পাস করার পর মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা গণহারে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাড়ি জমাচ্ছে। কারণ, একে তো ফাযিল ও কামিলের মান নেই। দ্বিতীয়ত, আলিম পাস করে দুই বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি না হলে অনার্স পড়ার সুযোগ চিরতরে হাতছাড়া হয়ে যায়। একই সাথে মাদ্রাসায় ফাযিল, কামিল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াও সম্পূর্ণ বেআইনী। এই পরিস্থিতিতে ফাযিল ও কামিল শ্রেণীতে চরম ছাত্রশূন্যতা দেখা দিয়েছে।

১৯১৪/১৫ সালে যখন বৃটিশ আমলে মাদ্রাসায় নিউ স্কিম চালু করা হয়, তখন থেকেই কথা ছিল যে, মাদ্রাসার উচ্চতর স্তরের মান ও মূল্যায়নের জন্য একটি ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। কিন্তু নিউ স্কিমের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার ও আধুনিকায়ন করা হলেও ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়। বলা হয় যে, এ মুহূর্তে মাদ্রাসা শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, সামনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তাতে একটি ইসলামী শিক্ষা ও আরবী ফ্যাকাল্টি হবে। তার নিয়ন্ত্রণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চতর স্তরকে মান দেয়া হবে। কিন্তু ১৯২১ সালে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আলাদা অনুষদের পরিবর্তে শুধু আরবী ও ইসলামী শিক্ষা নামে একটি বিভাগ রাখা হয়। অথচ মাদ্রাসায় নিউ স্কীম পদ্ধতি প্রবর্তনের উদ্যোক্তা আবু নসর ওয়াহিদ সাহেব এই বিভাগের প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম কমিটির চারজন মুসলিম সদস্যের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। এই ব্যবস্থাপনায় নিউ স্কীম মাদ্রাসাগুলোর সার্টিফিকেটের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর। অভিজ্ঞতা একথার সাক্ষ্য দেয় যে, কিছুদিনের মধ্যে মাদ্রাসার উচ্চতর স্তর বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যারাবিক ও ইসলামিক স্টাডিজের মধ্যে হজম হয়ে যায়, অর্থাৎ ফাযিল কামিলের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় আর নীচের স্তরগুলো ইংলিশ মাদ্রাসা বা হাই মাদ্রাসা নাম ধারণ করে। এগুলোর নাম মাদ্রাসা থাকলেও ক্রমান্বয়ে স্কুল-কলেজের সিলেবাস ঢুকে ভেতর থেকে চরিত্রগতভাবে সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এমিরেটাস ড. সিরাজুল হকের একটি প্রবন্ধের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৪৭ সালে নিউ স্কীমভুক্ত মাদ্রাসার সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৭৪টি। দীর্ঘ ৪২ বছর এভাবে চলার পর ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক সরকার রাতারাতি এক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সমুদয় জুনিয়র হাই মাদ্রাসা ও ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজকে (যেগুলো আগে সিনিয়র মাদ্রাসা ছিল) সাধারণ সেকেন্ডারি শিক্ষার সঙ্গে মিশিয়ে দেন।

মাদ্রাসা শিক্ষার এই করুণ পরিণতির অভিজ্ঞতা আমাদের নিকটঅতীতের। স্কুল-কলেজে রূপান্তরিত ঢাকার নজরুল কলেজ, হাম্মাদিয়া হাই স্কুল, চট্টগ্রামের মহসিন কলেজ, ভোলার এ রব হাই স্কুলের ন্যায় বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখনো বিদ্যমান। এ সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত তথ্য নিয়ে আমি একাধিকবার ইনকিলাবে লিখেছি। প্রবন্ধগুলোর সমন্বয়ে 'মাদ্রাসা শিক্ষার অস্তিত্বের দাবী' শিরোনামে একটি বই জমিয়ত প্রকাশনী হতে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। যারা বর্তমান মাদ্রাসার ফাযিল ও কামিল স্তরকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোন সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যস্ত করতে চান, আশা করি উল্লেখিত তথ্যগুলো তাদের জেগে ঘুমানোর জেদ থেকে সরে আসতে সাহায্য করবে। উল্লেখ্য যে, এ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য ও সূত্র উল্লেখ করে ইতিপূর্বে আমার একাধিক লেখা দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং সম্প্রতি 'মাদ্রাসা শিক্ষার অস্তিত্বের দাবী' শিরোনামে জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার পক্ষ হতে প্রবন্ধগুলো বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা হচ্ছে, এসব কিছু জানা থাকার পরও একটি মহল মাদ্রাসার ফাযিল কামিলের এফিলিয়েটিংয়ের জন্য তাওহীদী জনতার দীর্ঘদিনের দাবী ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা কর্মী মহলে বলছেন যে, বর্তমান সরকারের মেয়াদ যেহেতু বেশীদিন নেই, সেহেতু যার অধীনেই হোক আগে মান দরকার। তারপর ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলন করা যাবে। এটা চরম ধিক্কার ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের জিজ্ঞাসা, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর পর ২০০২ সালের জানুয়ারীতে ফাযিল কামিলের এফিলিয়েটিংয়ের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ চেয়ে যখন প্রজ্ঞাপন জারি করেছিল তখন কারা সে উদ্যোগকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন? আপনারাই তো এ সম্পর্কিত মন্ত্রিসভা কমিটির সদস্য ছিলেন। প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে, আপনারা ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় চান না, তাই তখন থেকে ফাযিল-কামিলকে একবার কুষ্টিয়ায় আবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যস্ত করার ষড়যন্ত্র করেছেন। এতদিন পরে বললেন যে, 'আমরা এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে নই', 'এখন যেহেতু সময় নেই'.... ইত্যাদি। অবশ্য আপনারা এর পক্ষে ছিলেন বা আছেন, এ কথা এ পর্যন্ত বলেননি। আসল কথা হলো, আপনারা মাদ্রাসা শিক্ষার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে-ঐতিহ্যে বিশ্বাস করেন না। আপনাদের মতাদর্শগত শ্লোগান একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা। মোল্লা-মিস্টারে আপনারা দ্বন্দ্ব খোঁজেন। মাদ্রাসা ছাত্রদের নিয়ে রাজনীতি করলে আপনাদের বিশাল এক ভাণ্ডারে মাদ্রাসা শিক্ষার পক্ষে কোন বই বা প্রস্তাবনা পাওয়া যায় না। এখন সরলপ্রাণ মাদ্রাসা শিক্ষক ও ছাত্রদের ধারণা দেয়ার চেষ্টা করছেন যে, আমরা অন্তত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে হলেও ফাযিল কামিলের মান প্রদানের আয়োজন করেছিলাম। কিছু নির্বোধ লোকদের (?) বিরোধিতার কারণে পারলাম না। গত ১০ মে '০৫ জাতীয় প্রেস ক্লাবে একটি শিক্ষক পরিষদের সম্মেলনে এসব কথারই পুনরাবৃত্তি হয়েছে। প্রধান অতিথি শিল্পমন্ত্রী তার সাথে ভিন্নমত পোষণকারীদের উদ্দেশ করে বলেন, "স্বতন্ত্র আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে না হলে মান চাই না, এ দাবী চরম নির্বুদ্ধিতা।" দৈনিক সংগ্রাম ১১ মে ২০০৫ মন্ত্রী মহোদয়ের পুরো বক্তব্যের সুর হচ্ছে মন্ত্রিসভা কমিটি ফাযিল-কামিলের মান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে দেয়ার যে প্রস্তাব করেছে, তা মেনে নিন, অন্যথায় মান না পাওয়ার দায় বিরোধিতাকারীদের বহন করতে হবে। অনেকে হয়ত এ জাতীয় সস্তা কথায় আত্মভোলা হয়ে যাবেন। তাই মন্ত্রিসভা কমিটিতে দাখিল-কামিলের ভাগ্য নিয়ে তিনি কি পরিকল্পনা এঁটেছেন সেদিকে একবার নজর দেয়ার অনুরোধ জানাব। তাতে মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংসের পাঁয়তারা করেছেন বলে তার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ কতখানি সত্য তা বোঝা সহজ হবে। মন্ত্রিসভা কমিটির পক্ষ হতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাযিল ও কামিলের মান দেয়া সম্পর্কিত প্রস্তাবনায় ফাযিল ও কামিলের পাঠ্যসূচী সম্পর্কে বলা হয়েছে- "ফাযিল পাস কোর্সে ১০০ নম্বরের বাংলা, ১০০ নম্বরের ইংরেজী ও ১০০ নম্বরের আরবী বাধ্যতামূলক হবে। ....ফাযিল পাস ও ফাযিল অনার্স কোর্সে চারটি মূল শাখা অর্থাৎ কলা, সামাজিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখা থাকবে। এছাড়া গার্হস্থ্য অর্থনীতি শাখাও থাকতে পারে।"- নয়াদিগন্ত, যুগান্তর ০৭/০২/০৫।

আমরা জানি, মাদ্রাসা শিক্ষায় কোরআন, হাদীস, ফিকাহ, কালাম, আরবী সাহিত্য, তাফসীর, ইসলামের ইতিহাস, তাজবীদ প্রভৃতি নিয়ে ঐতিহ্যগতভাবে পড়ালেখা হয়। ফাযিল ও কামিল শ্রেণীতে এর উচ্চতর গবেষণা এখনো হয়। কিন্তু মন্ত্রিসভা কমিটির প্রস্তাবনায় এগুলোর কোন কথা নেই, বরং সাধারণ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত চার-পাঁচটি মূল বিষয় দীক্ষা দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। দ্বীনী শিক্ষার ঐতিহ্যে বিশ্বাসী যে কোন লোকই বলতে বাধ্য হবে যে, এ হচ্ছে মাদ্রাসাকে কলেজ বানানোর অপকৌশল, যা কোন মডারেট নেতার বুদ্ধিমত্তা থেকেই বের হওয়া সম্ভব। ব্যক্তিগত পর্যায়ে তারা সান্ত্বনা দিয়ে বলেন যে, মাদ্রাসার মূল পাঠ্যসূচীর পাশাপাশি এগুলো পড়ানো হবে। পত্রিকার লেখা ও মুখের কথার তারতম্য বাদ দিলেও আমাদের জিজ্ঞাসা, উল্লেখিত ৪/৫টি বিষয় শিক্ষাদানের জন্য তো দেশে অসংখ্য কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এগুলো মাদ্রাসায় চালু করার উদ্দেশ্য কি? আমরা যদি বলি যে, মাদ্রাসা শিক্ষার দ্বীনী ঐতিহ্যকে গলা টিপে হত্যা করার জন্য এমন প্রস্তাবনা করা হয়েছে, তাহলে মন্ত্রী মহোদয় কি জবাব দেবেন? আমরা পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই যে, আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার জবাবসহ ঐতিহ্যগতভাবে চলে আসা ইসলামী ও আরবী সাবজেক্টগুলোর চর্চা মাদ্রাসায় হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়েরও আরবী, ইসলামিক স্টাডিজ, দাওয়া প্রভৃতি বিষয়ের মত এগুলোর সিলেবাস বিন্যস্ত করে এর নাম দিতে হবে। [illegible] ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় হবে সম্পূর্ণ এফিলিয়েটিং এবং মাদ্রাসা শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতায় নিবেদিত সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। মানুষের অভিজ্ঞতা ও সভ্যতার যত উন্নতি হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থাও ততই বিশেষায়িত হচ্ছে। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য এখন বুয়েটে যায়, কৃষিতে উচ্চ শিক্ষার জন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের জন্য মেডিক্যাল কলেজ আছে। তেমনি ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মবিজ্ঞান চর্চা হবে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায়- মাদ্রাসা অঙ্গনে।